



Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

23 October 2026 / 12 Jamadilawal 1448H

ঈমানের শক্তিতে পরিবেশগত সংকট মোকাবিলা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ. اَشْهَدُ اَنْ
لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلٰى آلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ. اَمَّا بَعْدُ،
فَيَا عِبَادَ اللّٰهِ، اتَّقُوا اللّٰهَ. قَالَ تَعَالٰى فِي التَّنْزِيلِ: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا اتَّقُوا
اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ.

যুমরাতাল মুমিনীন রহিমাকুমুল্লাহ,

মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা আপনাদের প্রতি তাঁর রহমত বর্ষণ করুন।

আসুন, আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলার প্রতি তাকওয়া অবলম্বন করি—তাঁর সকল

আদেশ যথাযথভাবে পালন করি এবং তিনি যা কিছু নিষিদ্ধ করেছেন, তা থেকে নিজেদের বিরত রাখি।

জীবনের যেকোনো চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকূলতা মোকাবিলা করার শক্তি, ধৈর্য ও অবিচলতা আল্লাহ তাআলা

আমাদের দান করুন।

আমিন, ইয়া রব্বাল আলামিন।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত মুসল্লিবন্দ,

আমাদের আকাশ ঘন ও দীর্ঘস্থায়ী ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। যে আকাশ একসময় ছিল নির্মল ও উজ্জ্বল, তা আজ মলিন ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। তবে আমরা যারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা ও শিক্ষা অন্বেষণ করি, সেই মুমিন হিসেবে আমাদের উচিত নয় এই বিষন্ন ও মলিন পরিবেশকে আমাদের হৃদয় ও মনকে আচ্ছন্ন করতে দেওয়া। বরং আসুন, আমরা গভীরভাবে চিন্তা করি— এই পরিস্থিতি থেকে আমরা কী শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করতে পারি?

আসুন, আমরা সুরা আর-রহমানের ৭ থেকে ৮ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী নিয়ে চিন্তাভাবনা করি:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾

অর্থঃ "আর তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন তুলাদণ্ড (ন্যায়ের মানদণ্ড) যাতে তোমরা তুলাদণ্ডে (ওজন ও ন্যায়ের ক্ষেত্রে) সীমালঙ্ঘন না কর।

সম্মানিত মুসল্লিবন্দ,

আধুনিক বিশ্বে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা শুরু হওয়ার বহু আগে থেকেই ইসলাম পরিবেশের যত্ন নেওয়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ আমাদের শিক্ষা দেয় যে, পৃথিবী ও আমাদের চারপাশের বায়ু মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে আমানতস্বরূপ, যা সংরক্ষণ করা আমাদের দায়িত্ব। মুমিন হিসেবে পরিবেশ সংরক্ষণের প্রচেষ্টায় আমাদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত। এই দায়িত্ব যেন কেবল নির্দিষ্ট কোনো

ঋতু বা সময়ের স্লোগানে সীমাবদ্ধ না থাকে; বরং তা যেন মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আমাদের ঈমান ও আনুগত্যের বাস্তব প্রতিফলন হয়।

সাম্প্রতিক ধোঁয়াশার পরিপ্রেক্ষিতে এর কারণগুলো বোঝার চেষ্টা করা এবং ভবিষ্যতে যাতে এমন পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সে জন্য কার্যকর সমাধান খুঁজে বের করা স্বাভাবিকভাবেই জরুরি। তবে এসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে আমরা যেন এমনটি মনে না করি যে, আমাদের কিছুই করার নেই। ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু করণীয় রয়েছে—এমনকি আমাদের অতি সামান্য প্রচেষ্টার মাধ্যমেও আমরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারি।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই বাণীটি স্মরণ করুন, যার অর্থ হলো:

“যদি কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার মুহূর্ত উপস্থিত হয়, আর তোমাদের কারও হাতে একটি চারা গাছ থাকে, তবে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আগে যদি সে তা রোপণ করতে সক্ষম হয়, তাহলে সে যেন চারাটি রোপণ করে।” (ইমাম আহমদ বর্ণিত)

সুবহানাল্লাহ! আমাদের অবদান যতই সামান্য মনে হোক না কেন, ইসলাম আমাদের কল্যাণের বীজ বপন করে যেতে এবং কখনো আশাহত না হতে শিক্ষা দেয়—এমনকি যখন আমরা আমাদের প্রচেষ্টার তাৎক্ষণিক কোনো ফল দেখতে পাই না, তখনও।

হে সম্মানিত মুসল্লিবন্দ,

আমাদের ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে আসুন, বর্তমান সময়ের প্রতিকূল আবহাওয়া ও জলবায়ুগত পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমরা যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি, তা নিয়ে আলোচনা করি।

প্রথমত: আমাদের জীবনযাপনের ধরন নিয়ে আত্মসমালোচনা করা

সূরা আর-রুমের ৪১ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষের কৃতকর্মের ফলেই স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন অভ্যাস—যেমন অতিরিক্ত ভোগবিলাস, বিদ্যুতের অপব্যবহার এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয়—পরিবেশের ক্ষতিসাধনেও ভূমিকা রাখে। তাই আসুন, আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দায়িত্বশীলতা ও পরিমিতিবোধের চর্চা করি।

দ্বিতীয়ত: ইবাদতের ক্ষেত্রে ধর্মীয় শিথিলতা (রুখসাহ) সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা।

ইসলাম আমাদের ওপর অযথা কোনো কষ্ট বা কঠোরতা আরোপ করে না। ইমাম বুখারি ও মুসলিম (রহ.) বর্ণিত একটি হাদিসে উল্লেখ রয়েছে যে, প্রচণ্ড শীত কিংবা বৃষ্টির সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুয়াজ্জিনকে মানুষকে নিজ নিজ ঘরে নামাজ আদায় করার আহ্বান জানাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

একইভাবে, যখন প্রতিকূল আবহাওয়া—যেমন তীব্র ধোঁয়াশা—আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ হয়ে ওঠে, তখন ইসলাম আমাদের কিছু ধর্মীয় শিথিলতা প্রদান করে। এর ফলে আমরা মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করার পরিবর্তে ঘরে নামাজ আদায় করতে পারি। বিশেষত, বয়স্ক ব্যক্তি, শিশু এবং আগে থেকেই শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছেন—এমন ব্যক্তিদের জন্য এই বিধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয় এই শিথিলতাগুলো গ্রহণ করা দুর্বল ঈমানের লক্ষণ নয়। বরং এটি ইসলামী শরিয়তের উদ্দেশ্যসমূহ সম্পর্কে আমাদের সঠিক উপলব্ধির পরিচায়ক, বিশেষ করে মানুষের জীবন রক্ষার গুরুত্বের প্রতিফলন।

তৃতীয়ত: অন্যের প্রতি সহমর্মিতা ও দয়া প্রদর্শনের মানসিকতা গড়ে তোলা

প্রতিকূল আবহাওয়া কেবল আমাদের ব্যক্তিগত সহনশীলতারই পরীক্ষা নেয় না, বরং আমাদের চারপাশের মানুষের প্রতি আরও বেশি যত্নশীল হওয়ার আহ্বানও জানায়। আসুন, আমরা পরিবারের সদস্য, প্রতিবেশী এবং বৃহত্তর সমাজের মানুষের কল্যাণের প্রতি যত্নবান হই।

উদাহরণস্বরূপ, ধোঁয়াশাচ্ছন্ন প্রতিকূল পরিবেশেও যেসব খাবার সরবরাহকারী কর্মী নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন, তাঁদের প্রতি আমরা সদয় ও সহানুভূতিশীল হই। যথাসম্ভব তাঁদের সাহায্য করি এবং অন্যের কষ্ট লাঘব করার জন্য সচেষ্ট থাকি।

এই পৃথিবীতে আমাদের সহাবস্থানকারী মানুষের প্রতি আমাদের সহমর্মিতা ও দয়ার আচরণ যেন আমাদের সমগ্র জগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহর অফুরন্ত রহমত লাভের যোগ্য করে তোলে।

আমিন, ইয়া রব্বাল আলামিন।

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ.

Second Sermon

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانْتَهُوا عَمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ، وَعَنْ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالْقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنْ مَعَهُمْ وَفِيهِمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالْمِحْنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَنِ بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ الْبُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِينَ فِي غَزَاةٍ وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ

عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً،
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَادْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ
يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوا عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ، وَلَذِكْرُ
اللَّهِ أَكْبَرُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.